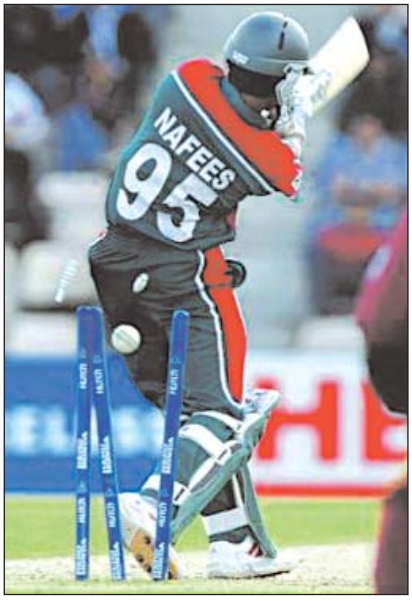

যথারীতি বাংলাদেশ... অস্ট্রেলিয়াও কি যথারীতি...

লিখেছেন **নোমান মোহাম্মদ**

যথারীতি ব্যর্থ বাংলাদেশ। শুধু ব্যর্থ নয়, বিধ্বস্ত। P¨w¤úqÝ Uwdi দু'ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে বিশাল ব্যবধানে হেরে তারা প্রমাণ করেছে টেস্ট তো বটেই, ওয়ানডে স্ট্যাটাস কেড়ে নেবার সময়ও বুঝি এসে গেল।

নকআউট বিশ্বকাপের পরিবর্তিত রূপ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এখন সেমিফাইনাল স্টেজে। সেখানে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ-পাকিস্তান পরস্পরের মোকাবেলা করবে। দলগত শক্তির বিচারে অন্য দলগুলোর চেয়ে মাইল ব্যবধানে এগিয়ে অসিরা। তাদের সাম্প্রতিক রেকর্ডও দুর্দান্ত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তারা চ্যাম্পিয়ন হলে কেউই ভুরুই কুঁচকাবে না। বরং সেটা হবে 'যথারীতি' এক ঘটনা। তাদের শক্তির যথার্থ প্রতিফলন। আবার পন্টিং বাহিনী শিরোপা জিততে না পারলে সেটাও হবে 'যথারীতি'। কেননা গত অর্ধযুগে বিশ্ব ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার একাধিপত্যের এই স্বর্ণ সময়েও এই টুর্নামেন্টের গত ৩ বারে একবারও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি তারা। এবারও না হলে সেটা হবে তারই ধারাবাহিকতা। দেখার বিষয় অসিদের শক্তিমত্তার যথার্থ প্রতিফলন না দুর্ভাগ্য- কোনটি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির শিরোপা নির্ধারণে ভূমিকা রাখে।

মাঠের খেলায় নিজেদের শক্তির পূর্ণ প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি বাংলাদেশ- এটা বাংলাদেশের কোচ ডেভ হোয়াটমোরের কথা। তিনি এ-ও বলেছেন যে, 'আমরা যেমন খেলেছি, তার চেয়ে অনেক ভালো দল বাংলাদেশ।' ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক রাজিন সালেহও সেটাই বলেছেন। কিন্তু বছরের পর বছর, সিরিজের পর সিরিজ, টুর্নামেন্টের পর টুর্নামেন্ট এই একই কথা শুনতে শুনতে এদেশের ক্রিকেটভক্তরা ক্লান্ত। ক্লান্ত, হতাশ ও বিরক্ত নিশ্চয় ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি-ও। সে কারণেই এই 'শুকনা' বাক্যে তাদের মন ভিজছে না। চরম ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে তারা। প্রথম কোপটা পড়ছে বাংলাদেশের দেশের বাইরে টেস্ট সিরিজ খেলায় নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে।

সত্য বলতে এদেশের ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট সবাই, কোচ-খেলোয়াড়-দর্শক সবাইকে মানতে হবে যে এটাই আমাদের মান। এটুকু ভালোই আমরা খেলতে পারি। এর চেয়ে ভালো খেলার সামর্থ্য নেই। 'মাঠে যা খেলে তার চেয়ে অনেক ভালো দল বাংলাদেশ' -এ জাতীয় গালভরা বুলি ত্যাগ করা উচিত টিম ম্যানেজমেন্টের। এতে বিভ্রান্ত হচ্ছেন এদেশের কোটি কোটি মানুষ। বিভ্রান্ত খেলোয়াড়রাও। ম্যাচের পর ম্যাচ ব্যর্থ হয়েও তারা নিজেদের বড় কোনো 'কুতুব' বলেই মনে করছেন। তাদের যদি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হয় যে, এটাই তোমাদের মান। তাহলেই কেবল খেলোয়াড়রা আত্মপোলব্ধি করবে। সম্ভবত তখন তারা নিজেদের সীমিত সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহারে মনোযোগী হবে।

এটা ঠিক বর্তমান বাংলাদেশ দলে একমাত্র হাবিবুল বাশার ছাড়া নান্নু-আকরাম-বুলবুল মানের কোন ব্যাটসম্যান নেই। ঐ ৩ জন দলকে যতটুকু স্থিতাবস্থা দিতো, হাবিবুল একা তো সেটা পারছেন না। পারার কথাও নয়। মোঃ আশরাফুল, রাজিন সালেহরা অল্প বয়সেই জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পেয়েছেন। কিছু ম্যাচে হয়তো রানও পেয়েছেন। স্বীকৃত হয়েছে তাদের প্রতিভা। কিন্তু এরা কতোটা ধারাবাহিক? 'প্রতিভা, প্রতিভা' হাইপ তুলে এদেরকে অনেক উঁচুতে রাখা হচ্ছে। বলা হচ্ছে একদিন তারা ঠিক ধারাবাহিকভাবে রান করবে। কিন্তু সেটা কবে? আদৌ কি সেই দিন আসবে? ক্রিকেটপ্রেমীরা কিন্তু এরই মধ্যে সন্দেহ পোষণ শুরু করেছেন।

তারুণ্যের দিকে ঝুঁকতে গিয়ে এরই মধ্যে শেষ করে দিয়েছি আকরাম-বুলবুলের কেরিয়ার। নান্নুকে তো টেস্ট কেরিয়ার শুরুই করতে দেয়া হলো না। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি চলাকালীন এদেশের সাবেক কোচ এডি বারলো এ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন। আজ বাংলাদেশ দল যখন দিগ্‌ভ্রান্ত, তখন আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি আকরাম-বুলবুল-নান্নুদের প্রয়োজনীয়তা। অথচ অভিজ্ঞদের অবহেলার সেই পুরনো প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে এখনও। খালেদ মাহমুদ সুজনকে নিয়ে বছর খানেক ধরে যা নয় তাই করেছে ক্রিকেট বোর্ড ও কোচ হোয়াটমোর। প্রথমে তার ক্যাপ্টেন্সি কেড়ে নেয়া হলো। অভিমানে অবসরে গেলেন তিনি। পরে বোর্ড অনুনয় বিনয় করে খালেদ মাহমুদের অভিমান ভাঙ্গায়। ফিরিয়ে আনেন ওয়ানডে দলে। এরপর থেকেই ভালো পারফর্ম করছিলেন তিনি। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তাকে প্রথম একাদশে রাখা নিয়ে রীতিমতো

বিতর্কের জন্ম দেন কোচ হোয়াটমোর। প্র্যাকটিস ম্যাচগুলোতে ভালো খেলার পরও প্রথম ম্যাচে প্রোটিয়াসদের বিপক্ষে দলের প্রথম একাদশে তিনি ছিলেন না। দ্বিতীয় ম্যাচে অনেকটা মিডিয়ার চাপেই তাকে দলে ফেরাতে বাধ্য হন টিম ম্যানেজমেন্ট। ইনিংসের সর্বোচ্চ রান করে খালেদ মাহমুদ বুঝিয়ে দিয়েছেন তার প্রয়োজনীয়তা। অভিজ্ঞতার মূল্য যদি এখনো উপলব্ধি করতে না পারেন হোয়াটমোর, তবে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ দলকে পস্তাতে হবে।

যত যা-ই হোক, মাত্র ৯৩ রানে গুটিয়ে যাওয়া কোনো যুক্তিতেই মানা যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১১ জন মিলেও শতরান করতে পারেননি। খেলোয়াড়দের জন্য এটা কতোটা লজ্জার জানি না। কিন্তু তারা কি বোঝেন দেশবাসীর জন্য কতোটা লজ্জার! বোলাররাও ভালো করতে পারেননি। কাজে লাগাতে পারেননি ইংল্যান্ডের সিমিং কন্ডিশনকে। সে জন্য দু'ক্যারিবীয় ওপেনার উদ্বোধনী জুটিতে তোলেন প্রায় দু'শ রান। ফিল্ডিংও যথাযথ হয়নি। ক্যাচ পড়েছে, রান আউট চান্স মিস হয়েছে। দুর্বল ফিল্ডিংয়ের সুযোগে অনেক অতিরিক্ত রান পেয়েছে প্রতিপক্ষ। সব মিলিয়ে কোনো বিভাগেই বাংলাদেশের পারফরমেন্স আশানুরূপ হয়নি। হয়তো সমর্থকদের আশা ছিলো বেশি। তাদের শক্তি সম্পর্কে যথাযথ ধারণা ছিলো না। সমর্থকদের প্রত্যাশা পূরণের সামর্থ্যই খেলোয়াড়দের নেই। ওরা এখনো ঠিকমতো হাঁটতেই শেখেনি। অর্থাৎ কেনিয়া, কানাডাকেও এখনো নিয়মিত হারানোর সামর্থ্য হয়নি বাংলাদেশের। সেখানে সমর্থকদের প্রত্যাশা দৌড়; ১০০ মিটার স্প্রিট। তারা চায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দলগুলোর বিপক্ষে জয়। যে ঠিকমতো হাঁটতেই শেখেনি, তার কাছ থেকে ১০০ মিটার স্প্রিন্টের প্রত্যাশাটা কি একটু বাড়াবাড়ি নয়?

সিরিজের পর সিরিজ ব্যর্থ হওয়ায় এখন প্রশ্ন উঠেছে কোচ ডেভ হোয়াটমোরকে নিয়েও। তার কমিটমেন্ট লেভেল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কিছু খেলোয়াড়। সাংবাদিকরা সেটা ফলাও করে লিখছেন। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে, ডেভ হোয়াটমোর আপাদমস্তক পেশাদার কোচ। শ্রীলঙ্কাকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করিয়েছেন। তার অধীনেই অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তানে দুর্দান্ত খেলেছে বাংলাদেশ। ৫ বছর পর পেয়েছে ওয়ানডে জয়। এখন যদি তিনি নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন না থাকেন, তাহলে সেটা তার কোচিং কেরিয়ারের জন্যই ক্ষতিকর। সারা জীবনের অর্জন তিনি এভাবে শেষ করবেন না যৌক্তিক কারণেই। হোয়াটমোর তো আর সারা জীবন বাংলাদেশের কোচ থাকবেন না। নতুন দায়িত্বে যাবেন কোনো এক সময়। তার তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ যদি বাজে খেলে, তাহলে এর কিছুটা দায় তো হোয়াটমোরের ওপরও বর্তাবে। তার হাইপ্রোফাইল কিছুটা হলেও 'লো' হবে। দায়িত্বে অসচেতন থেকে তিনি এটা হতে দেবেন না। আরেকটি কথাও মনে রাখতে হবে ডেভ হোয়াটমোর যদি এদেশের ক্রিকেটের উন্নয়ন ঘটাতে না পারেন, তাহলে স্বয়ং ঈশ্বরও তা পারবেন না। তার কমিটমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন না তুলে নজর দিতে হবে মূল জায়গায়। শক্তিশালী করতে হবে ঘরোয়া ক্রিকেট অবকাঠামো। আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার আগে খেলোয়াড়রা যেন সেখানে খেলে যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারে। তাহলেই সম্ভব এই ব্যর্থতার বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসা।

এবারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনাল লাইনআপ অনেকের জন্যই কিছুটা অপ্রত্যাশিত। তবে সাপ্তাহিক ২০০০ পূর্ববর্তী লেখায় এই লাইনআপ সম্পর্কেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলো। নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতকে 'কোয়ার্টার ফাইনাল' মর্যাদার গ্রুপের শেষ ম্যাচে হারিয়ে সেমিতে ওঠে যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান। প্রথম সেমিতে অস্ট্রেলিয়া মুখোমুখি হবে ঐতিহ্যবাহী চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ডের। দ্বিতীয় সেমিতে খেলবে পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আমাদের বিবেচনায় ফাইনালে উন্নত হবে অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট লেভেল এখন নিঃসন্দেহে অন্য সবার চেয়ে অনেক ওপরে। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং- ক্রিকেটের ৩টি বিভাগেই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। ম্যাথু হেইডেন, অ্যাডাম গিলক্রিস্ট, রিকি পন্টিং, ডেমিয়েন মার্টিন, ড্যারেন লেহম্যান, অ্যান্ড্রু সাইমন্ডস্‌য়ের প্রত্যেকেই বড় ইনিংস খেলতে সক্ষম। একই সঙ্গে ম্যাচ উইনিং ইনিংসও। বোলিংয়ে তো তারা আরো দুর্ধর্ষ। এমনকি ব্রেট লি'র মতো বোলারের জায়গা হয় না তাদের স্টার্টিং লাইনআপে। ছন্দ ফিরে পাওয়া ম্যাকগ্রা, নিজেকে পুনরাবিষ্কার করা ক্যাসপ্রোউইচ এবং বিশ্বের এক নম্বর পেস বোলার গিলেস্পি-এ তিনের সমন্বয়ে অসিরা গড়ে তুলেছে স্বপ্নের পেস অ্যাটাক। শেন ওয়ার্নের অভাব তাই ততটা অনুভূত হচ্ছে না। এই দলটা অসাধারণ খেলে হারিয়েছে আরেক অসাধারণ দল নিউজিল্যান্ডকে। প্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ড ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতিতে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে সেমিতে জায়গা করে নেয়। দুর্দান্ত ফর্মে আছেন অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ। টেসকোথিক, স্ট্রস, ভন, কলিংউড সমৃদ্ধ ব্যাটিং লাইন খারাপ নয়। গফ, হার্মিসনরা নিজেদের হোম গ্রাউন্ডে পরিচিত কন্ডিশনে দুর্ধর্ষ। অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল তাই টানটান উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ের আভাস দিচ্ছে। তবে দলগত শক্তির বিচারে ইংলিশ কন্ডিশনকে মাথায় রেখেও বলতে হচ্ছে ফাইনালে পৌঁছবে অসিরা।

টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা ম্যাচটি খেলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রোটিয়াসদের ২৪৭ রানের টার্গেট ৫ উইকেট ও ৭ বল অক্ষত রেখেই চেজ করে ক্যারিবীয়রা। ব্রায়ান লারা, সারওয়ান, চন্দরপল, পাওয়েল সবাই দলের জয়ে রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। প্রথম ম্যাচে রান পেয়েছেন গেইল, হাইন্ডসও। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভরসা এই ব্যাটিং লাইনই। সেমিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে জিততে হলে ব্যাটিং দিয়েই জিততে হবে। সে সামর্থ্য যে লারাদের রয়েছে, সেটা প্রোটিয়াসদের বিপক্ষেই তারা প্রমাণ করেছেন। কোরি কোলিমোর, ব্রাডশ, ডুইন ব্রাভোদের টার্গেট থাকবে প্রতিপক্ষকে কত কম রানে বেঁধে রাখা যায়। নিজ দলের ব্যাটস্‌ম্যানদের তারা সর্বোচ্চ সমর্থন দিলে ফাইনালে যেতে পারবে লারা বাহিনী।

এ দিকে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতকে টানটান উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে হারিয়েছে পাকিস্তান। মাত্র ২০০ রানে তাদের অলআউট করে ইনিংসের শেষ ওভারে ৩ উইকেটের জয় তুলে নেয় পাকরা। এ ম্যাচে আবারও প্রমাণ হয়েছে বোলিং তাদের মূল শক্তি। শোয়েব, সামির সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে নাভিদ। সঙ্গে রাজ্জাক, শোয়েব মালিক, আফ্রিদিরা থাকায় বোলিং অ্যাটাক বিশ্বমানের। ইনজামাম, ইয়োহানার মতো দু'জন 'ক্লাস' ব্যাটসম্যান থাকার পরও ব্যাটিংই তাদের দুর্বলতা। এটা কাটাতে না পারলে আর ফাইনালে যেতে পারবে না তারা।

রোজ বোলের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হবে তাই মূলত পাক বোলারদের সঙ্গে ক্যারিবীয় ব্যাটসম্যানদের লড়াই। এ লড়াইয়ের জয়ী দলই ম্যাচ জিতবে। সম্ভাবনার পাল্লা কিছুটা ঝুঁকে আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দিকে। কেননা মাত্রই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ জিতেছে পাকরা। বড় এই ম্যাচ জেতার পর তাদের মধ্যে 'হ্যাং ওভার' কাজ করতেই পারে। সাধারণত সেটা হয়ও। এক্ষেত্রে খেলোয়াড়রা মনে করেন তাদের দায়িত্ব শেষ। কিছুটা আলগাভাব তাই চলে আসা স্বাভাবিক। এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে প্রথম নকআউট বিশ্বকাপের মতো আবার ফাইনালে উঠতে পারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফাইনালে উঠলে সেটা হবে '৭৫ সালের প্রথম বিশ্বকাপ ফাইনালের রি-ম্যাচ। সেবার অসিদের হারিয়ে শিরোপা জিতেছিলো লয়েড বাহিনী। এবার লারাবাহিনী শক্তির দিক থেকে অসিদের চেয়ে অনেক পেছনে। কিন্তু ঐতিহ্যের বলীয়ান হয়ে নিজেদের হারানো সম্মান পুনরুদ্ধারে যদি একতাবদ্ধ হয়ে লড়তে পারে, তাহলে অসিদের বিপক্ষে ক্যারিবীয়দের জয় সম্ভব। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য এই জয়টি বড় প্রয়োজন।